কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ঐতিহ্য

রফিক আজাদ
বন্ধুবরেষু

ক বি তা সূ চি

কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ৯
বুদ্ধিজীবী ১১
চায়ের দাম ১২
অমর কবিতা ১৩
কবি ১৪
লেখাই হয় না আর ১৫
চামচা ১৬
কী হবে! ১৭
লেখক ১৮
আমার বন্ধু ১৯
ছন্দ বিষয়ে ২০
টেরাকোটা ১৯৮২ ২১
আজ ২৩
বেলাল চৌধুরী ২৪
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ২৫
আশি বছরের এক (জ্ঞান) বৃদ্ধ বলছেন ২৬
তোমার কবিতাগুলো ২৭
আলোক সরকার আর অন্ধকার রায় ২৮
আবিদ আজাদ ও শিহাব সরকার ২৯
নদীর উৎস যদি জানা থাকে ৩০
শেষ কবিতা ৩২

কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

এখানে কবিতা বানানো হয়।
সব ধরনের কবিতা।
রাজনীতিক কবিতা, সামাজিক কবিতা।
আধ্যাত্মিক কবিতা, পার্থিব কবিতা।
নাগরিক কবিতা, গ্রামীণ কবিতা।
প্রেমের কবিতা, শরীরের কবিতা।
স্বপ্নের কবিতা, বাস্তবের কবিতা।
চল্লিশের কবিতা, পঞ্চাশের কবিতা।
ষাটের কবিতা, সত্তরের কবিতা।
আশির কবিতাও আমরা বাজারে ছাড়ছি শিগগিরই।
কবিতার হাত, পা, মাথা, ধড়,
শিশ্ন, যোনি, চুল, নখ,
চোখ, মুখ, নাক, কান,
হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল—
সব-কিছু মওজুদ আছে আমাদের এখানে।
স্বদেশি ও বিদেশি উপমা ও চিত্রকল্প,
শব্দ ও ছন্দ,
অন্ত্যমিল ও মধ্যমিল
লক্ষ-লক্ষ জমা আছে আমাদের স্টকে।
ব্যাঙের ছাতার মতো আরো অনেক কবিতার কোম্পানি
গজিয়েছে বটে আজকাল। কিন্তু,
আপনি তো জানেনই,
আমাদের কোম্পানি ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে।
আর ফাঁকি দিয়ে কি খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব,
বলুন?
হ্যাঁ, আপনার অর্ডার-দেওয়া কবিতাটি এই-তো তৈরি হয়ে এল।

চমৎকার হয়েছে।
ফিনিশিং টাচ শুধু বাকি।
একটু বসুন স্যার, চা খান,
কবিতার কয়েকটা ইক্কুপ কম পড়ে গেছে আমাদের,
পাশের কারখানা থেকে একছুটে নিয়ে আসবার জন্যে
এখখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি লতিফকে।।

বুদ্ধিজীবী

সময় ছিল না, তাই মিছিলে হয়নি তাঁর যাওয়া।
তাছাড়া আজকাল মিছিলে প্রচণ্ড ভিড় হয়,
আর ছেলেছোকরাগুলো বেআদব বড়।

তবে কিনা প্রতিবাদলিপিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন দ্বিধাহীনভাবে,
দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলেন গভীর।
পরদিন ভোরবেলা, ঘুম থেকে উঠে,

খবর-কাগজে আসা মাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়েন কাগজে :
হ্যাঁ, জ্বলজ্বল করছে বটে তাঁর নামখানি,
তবে অমুকের পরে তাঁর নাম ছাপা কি হয়েছে ঠিক?
অমুক ছোকরার পরে?

চায়ের দাম

চটেছিলাম চায়ের দাম আমাকেই দিতে হলো বলে ।
এই আধ্যাত্মিক, যার চোখে সমস্ত বস্তুই ডানাঅলা,
আমি, তুমি, এবং সে, ফলশাগাছ, শেলাইমেশিন—

সেই আমিও দারুণ রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছিলাম ।
দশ টাকা কিছু নয়—তবু কেন অত রাগ হয়েছিল?
কেন-যে এমন হয়! পিঁপড়েও কামড়ালে দেখতে থাকি
চোখে অন্ধকার

নাছোড় ভিখিরি ধরে বেদম পেটাতে ইচ্ছে করে,
ঘেউ করে উঠলে কুকুর মেজাজ খিঁচড়ে থাকে সারা দিন ।
হায়! আমি কত তুচ্ছ বস্তুর অধীন, কত ছোট কুশের অঙ্কুর

আমাকে পীড়ন করে, বাইরে পারি না যেতে শরীরের ।
শুধু তুমি জানো কি জানি না, কত তুচ্ছ থেকে নিজস্ব বাঁচিয়ে
তোমার উদ্দেশে আমি অনাহত চলেছি কেবলি ॥

অমর কবিতা

কবি আজকাল খুব কবিতা লিখছে—
রোজই একটা-দুটো করে।
আড্ডায় শোনাচ্ছে বন্ধুদের। ছাপা হচ্ছে কাগজে।
রেডিও-টেলিভিশনেও পড়া হচ্ছে।
পাঠকেরা বলে উঠছে : আহাহা, দুরন্ত!
সমালোচকেরা বলে উঠছে : ওহোহো, দারুণ!
অভিভূত হচ্ছে বন্ধুরা, ঈর্ষিত হচ্ছে, খুশি হচ্ছে।
অন্য কবিরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে রীতিমতো।

আড্ডায় কবিতা শুনিয়ে হেঁটে-হেঁটে কবি বাড়িতে ফেরে না
—ফেরে যেন হাওয়ায় উড়ে। কবির বউ
খেতে-খেতে বলে, কবিতা লিখে কি পয়সা আসে?
উপন্যাস লেখ না কেন? উপন্যাস?
মশারির ভিতরে সেদ্ধ হতে-হতে
হাতপাখা নেড়ে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে
কবির বউ বিড়বিড় করে,
উপন্যাস লেখ, উপন্যাস!
ঘুমিয়ে পড়ে তারপর।

কবি টেবিলে বসে ভাবতে থাকে,
কি করে উপন্যাস লেখে?
একশো-দুশো-তিনশো পৃষ্ঠার উপন্যাস?

উপন্যাসের মতো আশ্চর্য আর রহস্যময় আর
দুর্বোধ্য বিষয় আর কি আছে?
রাত্রি বাড়তে থাকে।
টেবিলে ঝুঁকে আসে কবির মাথা।
উপন্যাসের কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে কবি।
স্বপ্নে লিখে চলে অমর কবিতা ॥

কবি

রাত্রি ।
কবি বসে আছে লেখার টেবিলে ।
সম্পাদকের সহকারী এসেছিল সকালবেলা ।
কবিতা চাই ।
কবির সারাদিন গেছে কুকুরের মতো ব্যস্ততায় ।
এখন শান্ত, এসে বসেছে টেবিলে ।
কবিতা লিখতে হবে, কবিতা!
কবির বউ আর বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে পাশের ঘরে
কাল সকালে আবার আসবে সম্পাদকের সহকারী
কবি তাই টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে ঝুঁকে পড়ে
কবিতা লিখে চলেছে একটানা ।
বাইরে
রাত্রির নীল ঘোড়ার পিঠে আসীন
মিশরের রানির মতো চাঁদ
আর সিল্কের মতো বাতাসের ভিতর দিয়ে
সাঁৎরে চলেছে আলোর অসংখ্য লাল-নীল-সবুজ মাছ ॥

লেখাই হয় না আর

লেখাই হয় না আর এত স্বপ্ন আক্রমণ করে!
কে কবে লিখেছে আর স্বপ্নের অজস্র আক্রমণে ।
ছিলাম-যে স্বাভাবিক, সে তো বোঝা যায় শুধু জ্বরে!
কবিতা পালিয়ে যায় ক্রমাগত স্বপ্নের জননে ।

ফুটেছে একটি চারা আমাদের বিল্ডিঙের ছাদে ।
এসো, হাঁকি : জিন্দাবাদ! অক্ষরে আবদ্ধ কবিতার
চেয়ে বড় কবিতাকে আজ ভেসে যেতে দেখি মেঘকর্তিত চাঁদে,
চাঁদকর্তিত মেঘে! জলস্রোতে আজ চলে মুক্তার শিকার ।

শব্দের অতীত জলস্রোত আজ মুক্তার শিকার ।
কবিতায় শৃঙ্খলিত বাণীকে আড়াল করে আজ
দিগন্ত বিদীর্ণ করে প্রকৃত রাণীর জয়জয়কার!

কবিতায় শৃঙ্খলিত বাণীকে আড়াল করে আজ
প্রকৃত বাণীর উদ্বোধন ।
কে কবে লিখেছে আর যখন স্বপ্নই করে এত আক্রমণ!